ছড়ার মালা



পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নির্দেশ অনুসারে সংকলিত, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্য তালিকাভুক্ত।

ছড়ার মালা

(প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য)

: সম্পাদনা :

অনিলকুমার দত্ত

পরিবেশক

এন ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
অনিলকুমার দত্ত
মুক্তপত্র পাবলিকেশনস্
৩/২এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-২৫

প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯

মুদ্রক :
অনিল কুমার দত্ত
ডি, জি, প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি সিণ্ডিকেট
৩/২এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদ :
অনিল কুমার দত্ত

প্রাপ্তিস্থান :
মুক্তপত্র পাবলিকেশনস্
নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
বারুইপুর চক্র শাখা

মূল্য পাঁচ টাকা



এই ছড়ার বইতে অনেক প্রখ্যাত কবির ছড়াই বাদ পড়েছে সময় মত সংগ্রহ না করতে পেরে, কিন্তু যাঁর ছড়া বাদ দিয়ে—শুধু ছড়া কেন যাঁকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালীর আজ আর আলাদা সত্তা নেই, যিনি বাঙ্গালীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যান জ্ঞান—এক কথায় বাঙ্গালীর পরিচয়, বাঙ্গালীর প্রাণ, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেই বাদ দিয়েছি এই বইতে—সেটা অন্য কারণে। সম্ভব হলে দ্বিতীয় মূদ্রণে' এই কলঙ্ক দূর করবো। তাঁর ছড়া দিতে না পেরে তাঁর ছবি দিয়েই 'ছড়ার মালা' শুরু করলাম।

'অ'

স্নেহের রাজা,

তোমাকে ছোটদের প্রতিনিধি ক'রে যে ছড়া লিখেছেন নবীনা কবি শ্রীমতী আরাধনা গুপ্তা, সেটি পড়েছো তো ? এ ছড়ায় 'ভেজাল' বলে যে কথা আছে তা অনেক অর্থবহ—সেটা আরও বড় হয়ে বুঝবে। ছড়াটি এখানে ছাপলাম তোমার মতো ছোট্ট বন্ধুরা যাতে পড়ে আনন্দ পায়।

রাজা রাজা রাজা
থাকো তুমি তাজা।
এখন থেকেই ভেজাল তেলে
খেয়োনা মাছ ভাজা
ছোট্ট খোকা রাজা !!

ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমরা অনেক ছড়ার বই হয়তো পড়েছ বা পড়বে, কিন্তু এমন বহু যাদের ছড়ার বই নিশ্চয়ই আগে হাতে পাওনি ! বাংলা ভাষায় যাঁরা ছড়া লিখে বিখ্যাত হয়েছেন আর যাঁদের লেখায় খ্যাতির সম্ভবনা লুকিয়ে আছে তাঁদের কিছু ছড়া নিয়ে এই 'ছড়ার মালা'।

প্রবীণ আর নবীনের মিলন-গাথা এই 'ছড়ার মালা' গাঁথতে যাঁদের সহায়তা ও উৎসাহ না পেলে এই বই ছাপাই হ'তো না, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোও ধৃষ্টতা—তবু তাঁদের অকৃপণ স্নেহধন্য বলেই—

অগ্রজ প্রতিম প্রখ্যাত কবি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বড় হয়ে এঁদের কবিতা, গল্প আর উপন্যাস যখন পড়বে, তোমরাও অফুরন্ত আনন্দ পাবে।

ঘুম্‌তা ঘুমায় ঘুম্‌তা ঘুমায়
রাতের পাখি গাছের কোলে,
দোলে দোলে কোলের ছেলে
মায়ের কোলে।

নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে
হিম নদী জলে,
আলো ছায়ায় নিদ পাড়ে
নীল পাহাড়ের ঢলে !

ঘুম যাচ্ছে ঘুম যাচ্ছে
শিমুল গাছের ফুল,
ঘুমায় ঘুমায় গানের বাতাস,
রাতের আকাশ-রাত দুপুর !

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

তাঁর   গোঁফ জোড়াটি পাকা
তাঁর   মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত।
তিনি   শম্ভুনাথের কাকা
তিনি   অম্বুনিধি গুপ্ত।
ছিল   বয়স কালে বাবরি
পরে   সাবেক কালের পাগড়ি
এখন   পরচুলাতে ঢাকা
তাই   বাসনা সব সুপ্ত
তবু   টাক থাকলেই টাকা
হোক   হিংসুকেরা চুপ তো!

অন্নদাশঙ্কর রায়

ঝিকিমিকি দেখা যায় সোনালি নদীর
ওইখানে আমাদের পাতার কুটির।
এলোমেলো হাওয়া বয়,
সারা বেলা কথা কয়
কাশ ফুলে দুলে ওঠে নদীর দু-পার
রূপসীর শাড়ি যেন তৈরী রূপার।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
(সংক্ষেপিত)



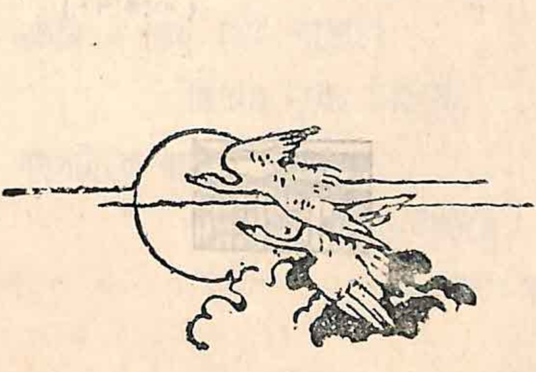
চাঁদামামা, চাঁদামামা, মায়ের তুমি ভাই কি ?
দু হাত তুলে ডাকছি তোমায়, আসতে কাছে নাই কি ?
ভাগ্‌নে আমি অনেক নীচে
তোমায় ডেকে মরছি মিছে,
নামলে পাছে মান খোয়া যায় নামতে ডরাও তাই কি ?

হাল্‌কা নীলে রং ছোপানো। পাত্‌লা যেন মল্‌মল্‌
আকাশ ওগো নীল চাঁদোয়া, তারায় তারায় ঝল্‌মল্‌।
কিংবা যেন নীল সায়রে
লাখো কুসুম খেলা করে,
ভেসে ভেসে প্রাণের সুখে জলের বুকে টল্‌মল্‌

অজিত কৃষ্ণ বসু (অকৃব)

পথ চলা সোজা নয় উঁচু নিচু আছে
চোখ চেয়ে চল্‌লেই তবে প্রাণ বাঁচে
কোথা পথ আঁকাবাঁক কোথাপথ সরু;
কোথায় খন্দ খানা, কোথা শুয়ে গরু।
পথের পাশেই কোথা কাদা ভরা খাল
সেথা করে লুটোপুটি শুয়োরের পাল।

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)



ডানকুনি থানকুনি ডানকুনি জং
সেই খানে লোকোশেডে থাকে কিং কং
মিশকালো চেহারার জব্বর জং
হুম করে ছুটে আসে রেগেমেগে টং
হাওড়ার কোনাকুনি ডানকুনি জং

অমিতাভ চৌধুরী
(সংক্ষেপিত)

সেই যে বুড়ো শিশুর মনে
জিনিষ গুলো জমিয়ে,
ভাবতো সে তার বয়সটাকে—
দিচ্ছে বুঝি কমিয়ে।
রং বেরঙের পাখীর পালক
বাসের টিকিট পুরোনো,
এমন কোন জিনিষ পেলে
তখুনি চাই কুড়োনো !
এমনি ক'রেই সেই বুড়োটা
জিনিস গুলো কুড়িয়ে;
বয়সটাকে বাড়তে দিলেও
যাচ্ছে না সে বুড়িয়ে।

অপূর্বকুমার কুণ্ডু

বৃষ্টী পড়ে বৃষ্টী পড়ে দিন রাত্তির জল
খোকা বলে 'হেই ভগবান বন্ধ করুন কল'
কলের মুখে বসে থাকেন
কথা শুনে কেবল হাসেন
কোন জনা ?
মেঘের কোলে উঁড়ে বেড়ায় খঞ্জনা
খঞ্জনা তুই ঘরকে যা
কাঁদছে বসে মিষ্টি ছা
আনমনা ।

অর্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী



হায় !

অবন ঠাকুর, নন্দলাল !
হারিয়ে গেছে তোমার কাল।
আঁকছি গরু হচ্ছে মোষ
সবটাই কি আমার দোষ ?
আঁকছি শুধুই ভাবছি কই
—নেপোয় মারে সবটা দই।

অনিলকুমার দত্ত



ক্র্যাং
ডাকলো কোলা ব্যাং
ঠ্যাঙ্গা নিয়ে লাফিয়ে ওঠে
　　চিনে পাড়ার চ্যাং
ধুত্তোরিকা ছাই
　　কোথাও কিছু নাই
শুধু শুধু কাঁচা ঘুমের
　　ভাংলো দফাটাই।
পাশের ঘরের চুঃ
উঠলো ডেকে ফুঃ
নিজের নাকের ডাকে
ঠ্যাঙ্গা নিয়ে খুঁজছো তুমি কাকে ?
ত্রিসংসারে নেই তো কোথাও ব্যাং
বোকার মত তাকিয়ে থাকে চীনে পাড় চ্যাং

আশা দেবী



এক রান
ইমরান
দুই হাত
মিঁয়াদাদ
তিন চার
মহীন্দার
পাঁচ সাত
বিশ্বনাথ
সাত আট
মুশতাক
নয় দশ
আব্বাস।
ছয় বাকি কে নেবে ?
কপিলদেব কপিলদেব

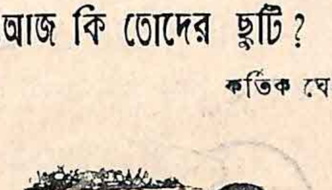
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ফেল করত বছর বছর গোবর গণেশ হাবু
লটারিতে টাকা পেয়ে হল গণেশ বাবু।
তারপরে তার মামাও গেল মরে
বিষয়টি তার হাবুর হল বড় কপাল জোরে,
হাবু তখন হয়ে গেলেন 'স্যার'
সবাই এখন ভাবে তারে 'ধর্ম-অবতার'

কালিদাস রায়

:গুটি গুটি গুটি
মোরগ ছানা দু'টি
ঘাসের বনে খেলতে গিয়ে
হেসেই লুটো পুটি।
ছোট্ট মিঠু জিগেস করে
ঃআজ কি তোদের ছুটি?

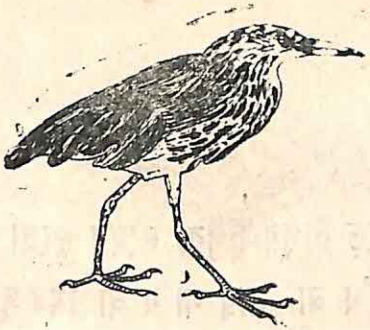
কর্তিক ঘোষ



হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এলো, নদেয় এলো বান—
বানের তোড়ে পড়ল ভেঙ্গে বাঁধ হল খানখান
ঘরবাড়ী সব গেল ভেসে, ভাসলো ক্ষেতের ধান।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো, বাঁধ ভাসিয়ে বান
বাঁধ ভেঙ্গেছে, ঘর ভেসেছে তাই কি বসে কাঁদবো ?
নতুন নতুন ঘরবাড়ী সব নতুন করে বাঁধবো।

কমল কুমার ভঞ্জ





কাক ডাকছে কা-কা
কাকের অনেক টা-কা
টাকাগুলো গুনছে খুলে
ইলেকট্রিকের পা-খা ।

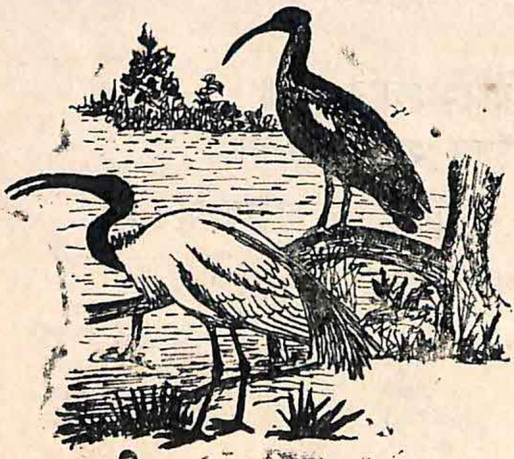
ঘুরছে জোরে পা-খা
উড়ছে হাওয়ায় টা-কা
কেউ টাকা তার চাইলে বলে ঃ
পকেট আমার ফাঁ-কা ॥

কালিদাস ভট্টাচার্য্য



'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান'
আর গা'ব না, আর গা'ব না এমন সুখের গান
সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি তুমি ভাসিয়ে দিলে দেশ
তোমার জন্য আমরা সবাই গেলুম কতই ক্লেশ।
ভুল করেছি মিষ্টি ভেবে, দুষ্টু তুমি ভারী
তোমার সঙ্গে এবার থেকে চিরদিনের আড়ি।

দীপক রঞ্জন চৌধুরী



পিলুর দাদার সহপাঠীর মাসতুত ভাই অরু
তার মাসিমার মেজ জায়ের ভগ্নীপতির গরু
দাশুর মেসোর ভাগনে বেচুর বাগান বাড়ীর দোরে
রাধার মেয়ের ননদ-ঝিকে গুঁতিয়েছে আজ ভোরে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত





রাগের চোটে পঞ্চুখুড়ো ছিঁড়ছে মুখের দাড়ি
খুড়ী তখন খুড়োর মাথায় চাপিয়ে ভাতের হাঁড়ি
খুড়ো যতোই উঠছে চটে
খুড়ীর মুখে হাস্য ফোটে
চটবে যত ভাতটা তত ফুটবে তাড়াতাড়ি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

একটা দিয়ে একটা মারবো
জোড়া দিয়ে জোড়া,
এই ছুটিয়ে দিলুম আমার
সবুজ খুঁটির ঘোড়া ।
যা রে সবুজ যা,
দুই ছক্কা চার দিয়ে তুই
হল্‌দে খুঁটি খা ।
বলিস কীরে, বড্ড দেখি
বেড়েছে তোর বাড় ।
একটু দাঁড়া; মট্‌কে দেব
এক্ষুনি তোর ঘাড় ।
যা রে হলুদ যা,
পাঞ্জা ফেলে সাবড়ে দে ওই
সব্‌জে ঘুঁটির ছা !

নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

বড় পিসে
কালো মিশ্‌মিশে।
বড় পিসী
টুক্‌টুকে রঙ্‌
ছিপি খোলা আতরের শিশি ;

বড় পিসে
ওজন ভারী সীসে।
মুখ্খু যে বেজায় কি সে
বোঝে না তা কেউ মোটে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



পাতাল রেল পাতাল রেল
আচ্ছা তুমি বে-আক্কেল !
আমরা সবাই ছোট্ট ছেলে
কি খুশী হই খেল্‌তে গেলে ।
গর্ত খুঁড়ে রাস্তা ঘাট
করছো তুমি সব লোপাট ।
নন্ত মামা হুড়মুড়িয়ে
পড়লো সেদিন গর্তে গিয়ে ।
তার পরেতে হাসপাতাল
পা টাই গেলো হায় কপাল !
পাতাল রেল, পাতাল রেল,
বড্ডো তুমি বে-আক্কেল !!

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন ছাড়িয়ে মেঘ ছাড়িয়ে,
অসম্ভবের পথ মাড়িয়ে
তেপান্তরের মাঠের ভেতর
হটাৎ যেন যাই হারিয়ে।
মেঘ কি বলে ? কে যায়, কে যায় ?
বন বলে কি 'দুষ্টু বেজায় !'
অসম্ভবের পথ বলে ভাই,
'যে বীর পুরুষ কেবল সে যায় !'
এই যে হারাই সব ছাড়িয়ে,
অসম্ভবের পথ মাড়িয়ে
এই হারানো মনের ভেতর
খেয়াল খুশীর পা বাড়িয়ে।

নির্ম্মলেন্দু গৌতম

সাঁতার কাটা সহজ তো নয়
আবার সহজ বটে—
সাঁতার কাটার আগে কিন্তু
আসতে হবে ঘাটে।
স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়া
শক্ত মোটেই নয়
উজান স্রোতে পারলে যেতে
তবেই হবে জয়!

নীরেন ভঞ্জ





আগুন ! আগুন !
কোথায় আগুন ?
উনুনে, না লণ্ঠনে ?
নিভু নিভু ? গনগনে ?
খোড়োচালে ? কামার শালে ?
না কি পুবে রাত পোহালে
সূর্য্য মামার লালমুখে ?
কোথায় আগুন ? কার বুকে ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(সংক্ষেপিত)

জিতে যাবে ছোট সেজ মেজোরা,
বুড়োদের জয় নাহি হবে ?
ব্রাউনিং 'র‍্যাবি বেন এজরা'
কেন হায় লিখলেন তবে ?
আমি বলি জয় হোক সবারি,
অনুমতি কর যদি নন্দ,
নহিলে যে এক চোখো 'স্নবারি'
অকারণ বাড়াইবে দ্বন্দ্ব

পরিমল গোস্বামী

নাম তার কেন হ'লো শম্পা
কেনই বা হোলোনা তা
পম্পা কি চম্পা।
প-কে চ-কে বাদ দিয়ে
তালব্য শ কে নিয়ে
কেনই বা কারো মনে
এতো অনুকম্পা।
মনটাকে বলি তাই
সেটা ভেবে পেতে চাই
পাওনাটা যা-ই হোক
বেশী-পা কি কম্‌পা।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়



বুলবুলিটি গান গেয়ে যায়—
ভরিয়ে তোলে দুপুর,
অমন পাখীর জন্য আমি
গড়বো সোনার নূপুর।
বুলবুলিটা মন কেড়ে নেয়
মিষ্টি ঝরা শিসে
তার বেলা তো কেউ বলে না
খাজনা দেবো কিসে ?
ধান খেয়ে যায় বেশ ক'রে যায়
ফলাও অনেক ধান।
ধান খাবে সে পেটটি পুরে
গাইবে কেবল গান।

প্রীতিকুমার চাকী



ছোট ছোট ঘটনা
হয়ে গেছে সূচনা
ঘটনা সে বড় না
নাই তার তুলনা,
ছোট টা যে ছোটনা
ছোট বড় ঘটনা
ছোট ছোট ঘটনা
হয়ে আছে রচনা ।

প্রদীপ সেন



মোট কথা—জ্বালাতন !
বাতাসের পাটাতন
তার উপর আছড়ায় কুকুরের চীৎকার
সারা দিন বলে যেন
ধিক্কার-ধিক্কার-ধিক্কার

বনফুল



ভীষণ রেগে কঠোর পণ
গেলেন খুড়ো সোঁদর বন
গাছের তলায় ঘুমন্ত বাঘ
মারতে করেন তাক্
সে তীর বেঁধে গাছের ডগায়
ওড়ায় বাসার কাক।
শেষটা গেলেন রঙবাহার
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

(সংক্ষেপিত)

রাত দুপুরে গভীর বনে
যখন ডাকে ফেউ
ছিঁচ কাদুনে খোকা তখন
কাঁদে ভেউ ভেউ।
যখন হাঁকেন বনের বাঘা
বরমো আঁটেন খোকন রাজা !
লড়াই হবে গড়ের মাঠে
এবার সবাই বাদ্য বাজা
এ লড়াইয়ে থাকবে নাকো
ছিঁচ কাদুনে কেউ ।।

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

টিকটিকি তিনবার হেঁচে দিলে টিকটিক
শুনি নাকি, সব কিছু ফলে যায় ঠিকঠিক।
তাই ভাই খেটে খুটে সম্মান বাঁচাতে
দু'হাজার টিকটিকি পুষে রাখি খাঁচাতে।
সারাদিন বলি বসে, 'রাজা হই রাজা হই'
বেইমান পাজিগুলো টিক-টিক করে কই ?
এইভাবে তিনমাস মিছে করি চেষ্টা
রেগে মেগে খুব জোরে বলে ফেলি শেষটা;
'তোদের জ্বালাতে দড়ি দেবো গলাতেই ঠিক'
দু'হাজার টিকটিকি বলে দিলো টিক টিক !'

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

(সংক্ষেপিত)



ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক কুক্ কুক্ কুক,
ধোঁয়া ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ভুক্ ভুক্ ভুক,
রেলগাড়ী চলে যায় এঁকে বেঁকে বেঁকে,
মুখগুলি দেখাযায় জানালার থেকে।
চাকা ঘোরে ঘড় ঘড় হুস-হুস-হুস,
ধান ক্ষেত মাঝ দিয়ে ছুটেছে বেহুস।
ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে কত দেশে দেশে
চলে যাবে কত দূরে দিন রাত শেষে

মায়ালতা রায়

(সংক্ষেপিত)



কবে, ইঁদুর মারা কল বেরুবে
বাঁচবে মাঠের ধানগুলি ।
হুঁসিয়ারী আওয়াজ শুনে
পালিয়ে যাবে বুলবুলি ।।
কবে, বোঁচানাকের পঁ্যাচারা সব
সোনার ধানে রাখবে চোখ ;
গোলায় বসে গাইবে পাখী
সোনা বোয়ের খোকা হোক ।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সংক্ষেপিত)



ইন্দ্র বরুণ অমর যম
বৃষ্টি করুন ঝমর্ ঝম্
বৃষ্টি করুন রাত দিনই
নামব পথে সাধ্যি নেই।

চিত্রগুপ্ত খোল্খাতা
ডুবলো বলে কলকাতা।
দুলছে গাড়ি চৌকোনা
বাসটা কেন নৌকো না ?
সেটাও যদি কম দোলায়
যাও চলে যাও গণ্ডোলায়

শঙ্খ ঘোষ

(সংক্ষেপিত)

ইস্কাবনের টেক্কা
এই সহরে কেক্কার ?
নদীর বুকে বন্যে
বেড়ালমাসি, কোণ-নে
ইঁদুর থাকে উঁচ্চে
বেড়াল, গা তার কুচ্ছে ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়



মাছ ধরে খুকুরানী,
জল নেই জলে
বাঁশ নিয়ে ছিপ. ক'রে
মাছ ধরা চলে !
খোকাবাবু ফোন করে
ফোন নেই কানে,
দেশলাই খোল নিয়ে
দুজনেতে টানে !
ঝিক্ ঝিক্ কু—কু—
শব্দ ওঠে—
রেলগাড়ী নেই তবু
রেলগাড়ী ছোটে ॥

শৈলজা চৌধুরী



ঢপ্ ঢপ্ ঢাক ঢোল ভপ্ ভপ্ বাঁশি
ঝন্ ঝন্ করতাল ঠন্ ঠন্ কাঁসি।
ধুমধাম বাপ্ বাপ্ ভয়ে ভ্যাবা চ্যাকা,
বাবুদের ছেলেটার দাঁত গেছে দেখা॥

সুকুমার রায়





আলপৎ বীর বটে
তাল পাত্ সিং,
লিকপিকে চেহারাটা
রোগা টিং টিং;
তেড়ে গেলো মাঠটায়
ঘঁাসি আর গঁাট্টায়—
চেপ্টিয়ে ফেলে এক
গঙ্গা ফড়িং
আলপৎ বীর বটে
তালপাত্ সিং।

সুনির্ম্মল বসু

বন্ধু ঃ
ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত
তোমার কাছে তাই,
এলাম ছুটে, আমায় কিছু
চাল ধার দাও ভাই।

মজুতদার ঃ
দাঁড়াও তবে, বাড়ির ভেতর
একটু ঘুরে আসি,
চালের সঙ্গে ফাউও পাবে
ফুটবে মুখে হাসি।
এই নাও ভাই, চাল কুমড়ো
আমায় খাতির করো
চালও পেলে কুমড়ো পেলে
লাভটা হল বড়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

নাম রেখেছি পরমজ্যোতিঃ কী যে নামের মানে
যে রেখেছে নামটি, কেবল সেই বুঝি তা জানে।
কখনো সে মায়ের কোলে
কখনো বা দোলায় দোলে
কে জানে সে এতটা কাল ছিল যে কোন খানে
নামের কোন মানে থাকে ? থাকে নামের মানে ?

সুশীল রায়

(সংক্ষেপিত)



থালা বাটি গামলা
কুকুরটাকে সামলা।
হাতুড়ি কোদাল কাস্তে
দাদু ঘুমোচ্ছেন, আস্তে।
ছুরি কাঁটা চামচে
বেড়াল দিল খামচে।
চিরুনি কাঁচি নরুন
চোর পালাচ্ছে, ধরুন।
রাস্তা গলি ফুটপাথ
মশার বড় উৎপাত
বই কাগজ ম্যাগাজিন
ঢের হয়েছে ক্ষ্যামা দিন ।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়



ভাত দিওনা হাঁড়িতে
আজকে মামার বাড়িতে
খোকার নেমন্তন্ন যে,
পরলো নতুন জামাটা ;
এলোই নাকো মামাটা,
মুখটা খোকার হাঁড়ি যে।

সরিৎশেখর মজুমদার

মামার বাড়ী দাদুর বাড়ী
কেবল আদর ঝুড়ী ঝুড়ী
সকাল বেলায় জড়িয়ে কোমর
বল্‌লে হেসে 'দিম্‌মা বুড়ি' !
ভালো করে যত্ন করো
আমি তোমার বড় নাতি
না হয় হবে দু'একটা দিন
একটু বেশী খরচ পাতি ।
মামার বাড়ীর আদর বলে
আছে একটি কথা
থাকে যেন ভাতের পাতে
বড় রুই-এর মাথা ।

সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

(সংক্ষেপিত)